তারিখ 18 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

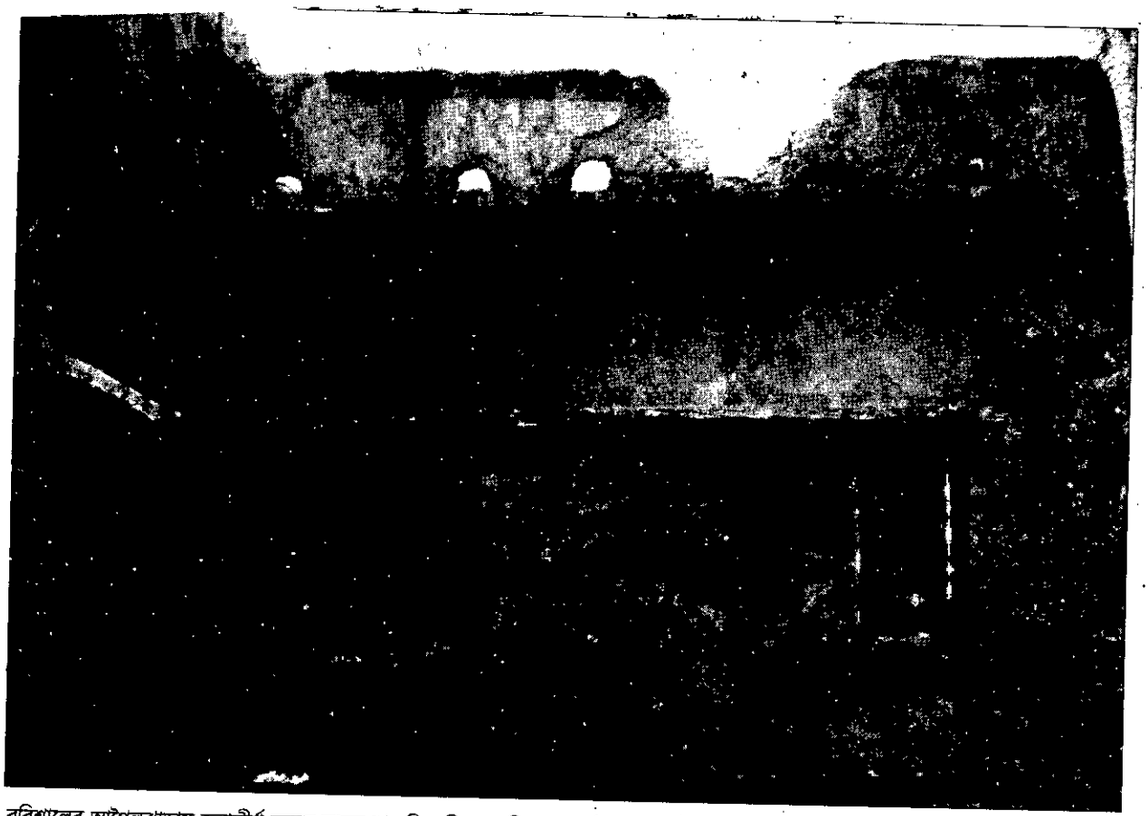

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় জরাজীর্ণ ভবনে চলছে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম -সংবাদ

আগৈলঝাড়ায় ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ৩ সরকারি দফতরের কার্যক্রম

অপূর্ব লাল সরকার, আগৈলঝাড়া (বরিশাল)

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে ৩টি সরকারি অফিসের কাজকর্ম। এ ভবনটি নির্মাণের পর দীর্ঘদিনেও সংস্কার না হওয়ায় সরকারি ৩টি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সাধারণ লোকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৫ সালে উপজেলা আদালত ভবন ও হাজতখানা হিসেবে বরিশাল গণপূর্ত অধিদপ্তর এ ভবনটি নির্মাণ করেন। এরপর উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত হলে ভবনটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। ফলে ভবনের বিভিন্ন স্থানে পাস্টার খসে বড় বড় ফাটল ধরায় মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে ভবনটি। উপজেলা সদরে কোন কার্যালয় ও কার্যক্রমের সুবিধা না থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস ও পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনসহ ৩টি অফিসের দাপ্তরিক কার্যক্রম চলছে ভাড়ার বিনিময়ে। গণপূর্ত বিভাগ ভাড়া আদায় করলেও দীর্ঘদিনে তা সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়নি। সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসগুলো বছরের পর বছর আবেদন করলেও গণপূর্ত বিভাগ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

সেটেলমেন্ট অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে ৩টি কক্ষ মাসিক ৫০ টাকা ভাড়া হিসেবে বরাদ্দ দেয় গণপূর্ত বিভাগ। ওই সময় থেকে এ পর্যন্ত ভাড়া পরিশোধের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে। ভবন সংস্কারের জন্য ২০০৮ সালের ৩ মার্চ, ২০০৯ সালের ২০ মে, ২০১২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ৩ দফায় উপজেলা নিবর্হী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে পৃথক পৃথক লিখিতভাবে আবেদন করেন সেটেলমেন্ট অফিস। ওই ভবনটি এতই ঝুঁকিপূর্ণ যে চারদিকের দরজা-জানালা ভাঙা, ছাদের প-স্টার উঠে গিয়ে রড বের হয়ে গেছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই ভবনের ছাদ দিয়ে পানি পরে সেটেলমেন্ট অফিসের রেকর্ডের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান ভাঙা দরজা-জানালা ও ছাদে কোন রকমে পলিথিন কাগজ দিয়ে অফিসের কার্যক্রম চালাচ্ছে। এসব অফিসে কাজের জন্য প্রতিদিন আসা লোকজন চরম আতঙ্ক ও ঝুঁকির মধ্য দিয়ে তারা কাজ করছেন। ভবন নির্মাণের ৩০ বছর পেরিয়ে গেলেও এর সংস্কার না করায় এটি এখন পরিত্যক্ত ভবন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তারপরও জায়গা না থাকায় বাধ্য হয়ে ওই স্থানে তাদের অফিস করতে হচ্ছে। অফিসে আসা লোকজনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তারা অফিসে ঢুকলেও কাজকর্মের ফাঁকে সব সময় তারা আতঙ্কের মধ্যে থাকেন কখন তাদের গায়ে প-স্টার খসে পরে।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাংবাদিকদের জানান, গণপূর্ত বিভাগের বরিশাল জেলা অফিসের সাথে আলোচনা করে সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।